মুখবন্ধ

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক চিত্রসম্বলিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' সরকারের একটি বার্ষিক নিয়মিত প্রকাশনা। বাজেট দলিলাদির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সমীক্ষাটি উপস্থাপন করা হয়। অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮' প্রকাশ করা হলো।

২। আগাম বন্যায় গত বছর হাওরাঞ্চলে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের ৩৫টি জেলা বন্যা কবলিত হয়। বছরের শেষ প্রান্তিকে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় । প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অগ্রগতির ধারায় ছেদ পড়েনি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৭.৬৫ শতাংশ, যা অর্থবছর শেষে আরো বাড়তে পারে। আগের বছর এ হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। মাথাপিছু গড় আয়ও আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৪২ মার্কিন ডলার বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৭৫২ মার্কিন ডলার হয়েছে।

৩। জনগণের নিরঙ্কুশ রায় পেয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৯ সালে পুনরায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে প্রণীত হয় 'রূপকল্প-২০২১'। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করে তুলছে। চলতি বছরেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উত্তরণের সকল যোগ্যতা অর্জন করেছি। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবেই হবে।

৪। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনগত সংস্কারসহ কর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে অনলাইন মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতির প্রচলন করা হবে। বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বাজেটের আকার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৩,১৭,১৭৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা ১৭.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৭১,৪৯৫ কোটি টাকা। একইভাবে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণও আগের বছরের তুলনায় ৩৭,৬৮১ কোটি টাকা বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৪৮,৩৮১ কোটি টাকা হয়েছে। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখতে বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ প্রতি বছর বাড়ছে। ৯ মে ২০১৮ তারিখে মোট বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (MDGs) এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাংলাদেশ অর্জন করতে সফল হয়েছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের হার, মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমশ কমছে। 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ। ২০০৫ সালের জরিপে এ হার ছিল ৪০ শতাংশ। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রগধিকার খাতসমূহেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ৯৭.৯৭ শতাংশ। ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তির হারের চেয়ে বেশি। অপরদিকে, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হারও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ। ২০১৭ সালে এ হার কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৮.৮ শতাংশে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুর হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৭১.৬ বছরে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে। সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৭৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বৈশ্বিক পরিবেশগত বিপর্যয়ে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার

পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কাজ করছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। ফান্ডের অধীনে পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সময়মত সমীক্ষাটি প্রকাশিত হওয়ায় অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাসহ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়া, সমীক্ষাটি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা রাখি সমীক্ষাটি গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়